কাশফুল হেজাব আন্ মাছায়েলে ইছালে ছাওয়াব ও মানব মৃত্যুর পর মুক্তির ব্যবস্থা

আল্লামা আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আল-ক্বাদেরী

ভূমিকা

এই পুস্তকখানা লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে বর্ত্তমান জমানায় বহুবিধ ফেরকা ও নানা মতাবলম্বী লোক আলেম নামধারী বাহির হইয়াছে। তাহারা সরল প্রাণ মোসলমান ভাইদের মধ্যে নিত্য-নূতন কথার দ্বারা মতানৈক্য ও মতভেদ সৃষ্টি করিয়া মোসলিম সমাজে বিশৃঙ্খল করিতেছে। কেহ 'ইছালে ছাওয়াবের মাহফিলকে' নাজায়েজ বলে, এবং কেহ জায়েজ বলেন। —ইছালে ছাওয়াবের মাহফিল, মোসলমান মৃত ও জীবিতদের ইহকাল ও পরকালের জন্যে একটি মহৎ কার্য্য। উহাতে প্রত্যেক মোসলমানের ভক্তি বিশ্বাসে আগ্রহের সহিত অংশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহার প্রমাণার্থে আমার ক্ষুদ্র বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা এই পুস্তকখানা লিখিয়া নাম রাখিলাম— "কাশফুল হেজাব আন মাছায়েলে ইছালে ছাওয়াব ও ওহাবীদের পরিচয় বা মানব মৃত্যুর পর মুক্তির ব্যবস্থা।"

মোসলমান ভাইদের নিকট আমার আরজ এই যে, কিতাব খানা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন। আল্লাহতা'লা আমলের তৌফিক দান করুন। এবং আমার জন্যে দোয়া করিবেন যেন খাতেমা বিল্ খায়ের হয়, আমিন। দরুদ শরীফ পাঠ করুন— আচ্ছালাতো ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া শাফিআল মুজনেবিন।

ইতি—
লেখক।

বিঃ দ্রঃ- প্রিয় পাঠকবৃন্দ! কেতাবে কোন ভুল দৃষ্ট হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন। পুনঃ সংস্কারে সংশোধন করিয়া দিব। ইন্‌শাল্লাহ্।

———

الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والارضين والصلوة
والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والطين اجمل الاجملين
اكمل الاكملين سيدنا محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين اعوذ بالله
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم -

ফাতেহা, তেওজা, দশওয়া ও চল্লিশার বিবরণ :—

ইছালে ছাওয়াব প্রথমতঃ ২ প্রকার :—বদনী ও মালী। বদনী অর্থাৎ কোরাণ শরীফ পড়িয়া কিংবা মৌলুদ শরীফ পড়িয়া অথবা নফল নামাজ, রোজা, হজ্জ করিয়া পরলোকগত ব্যক্তিগণের রুহের উপর দান করিয়া দেওয়া। মালী—অর্থাৎ টাকা পয়সা, ধান চাউল, পাট ইত্যাদির ছোয়াব ভবত্যাগকারীগণের রুহের উপর পৌঁছাইয়া দেওয়া। উক্ত ইছালে ছাওয়াব আত্মার উপর পৌঁছিয়া থাকে। যাহার প্রমাণ কোরাণ, হাদীস ও ফেকার কিতাব সমূহে রহিয়াছে। কোরাণ শরীফে মোসলমানদিগকে একে অন্যের জন্য দোয়া বা ইছালে ছাওয়াব করিতে আদেশ দিয়াছেন। যথা—

قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا -

অর্থ :—আল্লাহ্ তায়ালা আদেশ করিতেছেন, হে আমার প্রিয় নবী আলাইহেছ্ ছালাম, আপনি আমার বান্দাদিগকে বলিয়া দিন যে তাহারা বলুক, "আয় আল্লাহ! তুমি রহমত বর্ষণ কর আমার পিতা-মাতার উপর যেরূপ রহমত করিয়া ছিল শিশুকালে আমার উপর।" অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা বান্দাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, "তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার জন্য আমার নিকট এমনি ভাবে মুক্তি কামনা কর, যেমনি ভাবে স্নেহ ও মমতার সহিত তোমাদিগকে লালন-পালন করিয়াছিলেন।"

'মেশ্‌কাত শরীফের' হাদীসে আছে—হযরত ছায়াদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু একটি কূপ খনন করিয়া বলিলেন,—"এই কূপটি ছায়াদের মাতার জন্য।" ফকীহ্‌গণ ইহাকে ছাওয়াবের আদেশ দিয়াছেন। হ্যাঁ—বদনী এবাদতের মধ্যে নিয়াবত জায়েজ নাই। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কাহারও পক্ষ হইতে ফরজ নামাজ আদায় করিলে উহা তাহার জন্য আদায় হইবে না। হ্যাঁ—নামাজের ছোয়াব অন্যকে দান করা জায়েজ আছে।

ফাতেহা, তেওজা, দশওয়া ও চল্লিশা অর্থাৎ মৃত্যুর পর তিন তারিখে, দশ তারিখে কিংবা চল্লিশ তারিখে 'খত্‌মে আম্বিয়া' কিংবা 'খত্‌মে কোরাণ' বা 'মৌলুদ শরীফ' ইত্যাদি পড়িয়া বা পড়াইয়া মৃত্যু ব্যক্তিগণের রুহে দান করিয়া দেওয়া, ইহাও 'ইছালে ছাওয়াবের' একটি বিশেষ অংশ। ফাতেহার মধ্যে শুধু কোরাণ তালাওয়াত যাহা বদনী এবাদত এবং ছদ্‌কা মালী এবাদত। উভয়ই মৃত্যু ব্যক্তিগণের রুহে দান করিয়া বা পৌঁছাইয়া দেওয়ার নামই 'ইছালে ছাওয়াব'।

ফাতেহা বা ইছালে ছাওয়াবের প্রমাণ।

'তফছিরে রুহুল বয়ানের' সপ্তম পারায় ছুরায়ে আনআঁমে هذا كتاب انزلناه مبارك এই আয়াতে মর্ম্মে লিখিয়াছেন—

وعن حميد الاعراج قال من قرء القران وختمه ثم امن على دعاءه اربعة الاف ملك ثم يزادون ويدعون له ويستغفر و يصلون عليه الى المساء او الى الصباح -

অর্থ ঃ—হযরত আরাজ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু হইতে বর্নিত আছে—"যে ব্যক্তি কোরাণ শরীফ খতম করিয়া দোয়া করে তাহার দোয়ার সহিত ৪০ হাজার ফেরেশ্‌তা আমিন বলে। আবার

তাহার জন্য মাগফেরাত কামনা করিতে থাকে সন্ধ্যা ও ভোর পর্যন্ত। —এই মজমুন নব্বীর 'কিতাবুল আজকারের' মধ্যেও রহিয়াছে। ইহাতে জানা গেল যে কোরাণ শরীফ খতমের সময় দোওয়া কবুল হইয়া থাকে। এবং 'ইছালে ছাওয়াব' ও দোওয়াকেই বলে। যেহেতু এই সময় খতমপড়া ভাল। কিতাব 'আশ্আতুল্লাম্আত্' বাব্ 'জিয়ারাতুল কুবুরের' মধ্যে আছে—

وتصدق کرده شود از میت بعد رفتن او از عالم تا هفت روز ۔

অর্থ :—মানব মৃত্যুর পর সাতদিন পর্যন্ত ছদ্কা করা দরকার। ঐ আশআতুল্লাম্আত্ কিতাবের ঐ বাবের মধ্যে আর রহিয়াছে যে—

وبعض روایات آمده است که روح میت می اید خانهٔ خود را
شب جمعه پس نظر کند که تصدق کنند از وے یا نه ۔

অর্থ :—প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে মৃত্যু ব্যক্তিগণের আত্মা সকল নিজ নিজ বাড়ীতে আসেন এবং দেখেন যে তাহার জন্য দান-খয়রাত করে কি না। ইহার দ্বারা জানা গেল যে কতক স্থানে রেওয়াজ আছে, মৃত্যুর পর সাতদিন পর্যন্ত অনবরত দান-খয়রাত করিয়া থাকে এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে ফাতেহা বা 'ইছালে ছাওয়াব' করিয়া থাকে। ইহার আসল এই।

কিতাব 'আনোয়ারে ছাতেয়া' ১৪৫ পৃষ্ঠায় এবং হাসিয়ায়ে খাজানাতুর রেওয়ায়েতে আছে যে হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হযরত আমীর হামজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জন্য তেওজা অর্থাৎ তিন তারিখে, সপ্তম ও চল্লিশা এবং ছয় মাসিক ও এক বৎসর পর ছদকা দিয়াছিলেন। ইহাই

তেওজা, ছয় মাসিক ও বৎসরের পর ইছালে ছওয়াবের আসল 'নব্বী কিতাবুল আজকার' তেলাওয়াতুল কোরআণের মধ্যে লিখিয়াছেন যে হযরত আনাছ ইব্‌নে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কোরাণ শরীফ খতমের সময় নিজ বাড়ীর লোকদিগকে ডাকিয়া একত্রিত করিয়া নিয়া দোওয়া করিতেন। হাকিম ইব্‌নে উত্‌বা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে এক দল মোজাহিদ আব্‌দুহু ইবনে আবিলুবাবায় ডাকিয়্যা আনিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে এই জন্য ডাকিয়াছি যে অদ্য কোরাণ শরীফ খতম করিয়াছি, এখন দোওয়া করিব এবং কোরআণ শরীফ খতমের সময় দোওয়া কবুল হইয়া থাকে।" বুজুর্গানেদীন কোরআণ শরীফ খতমের সময় বহু লোক নিয়া সভা করিয়া বলিতেন যে এই সময় রহমত নাজেল হয়।

দোর্‌রে মোখতার, কারাতুল মাই্‌ইয়াতে বাবুদ্‌দাপনের মধ্যে আছে যে—

وفى الحديث من قرء الا خلاص احدى عشر مرة ثم وهب اجرها للاموات اعطى من الاجر بعدد الاموات -

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি ১১ বার ছুরায়ে এখ্‌লাছ কোল্‌হু ওয়াল্লার ছুরা পড়িয়া উহার ছওয়াব মৃত ব্যক্তিগণের রুহের উপর বখ্‌শিষ করিয়া দেয় তবে তাহাকে সমস্ত মুরদারগণের সমান ছওয়াব দান করা হইবে।

জগৎবিখ্যাত 'শামী' নামক কেতাবে ঐ জায়গায় আছে—

يقرء من القران ماتيسر له من الفاتحة و اول البقرة ويقرء من القران ما تيسر له من الفاتحة و اول البقرة واية الكرسى و امن الرسول وسورة يسن و تبارك الملك وسورة التكثر والا خلاص اثنى

عشر مرة واحدى عشر اوسبعا اوثلاثا ثم يقول اللهم اوصل ثواب ما قرء ناه الى فلان او اليهم ـ

অর্থ :- কোরাণ শরীফ হইতে যাহা সম্ভব তেলাওয়াত করা, ছুরায়ে ফাতেহা অর্থাৎ আলহামদুর ছুরায়ে বকরের প্রথম আয়াত এবং আয়াতুল কুরছি ও আমানার রাছুল এবং ছুরায়ে ইয়াছিন ও ছুরায়ে মুল্‌ক এবং ছুরা, ছুরায়ে তাকাছুর ও ছুরায়ে এখ্‌লাছ ১২ বার কিংবা ১১ বার, ৭ বার কিংবা ৩ বার পড়িয়া বলিবেন যে, " আয় আল্লাহ্‌ তায়ালা! যাহা কিছু আমি পড়িলাম, অমুক অমুক ব্যক্তিগণের রুহের উপর পৌঁছাইয়া দাও।" —এই এবারতের দ্বারা বর্ত্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত খতম পড়া বা ফাতেহা পড়ার পূর্ণ প্রমাণ ও প্রণালীর বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ কোরাণ শরীফ হইতে বিভিন্ন স্থান হইতে তেলাওয়াত করা আবার ইছালে ছাওয়াবের জন্যে দোওয়া করা এবং হাত উঠাইয়া দোওয়া করা ছুন্নত। হাদীস শরীফে আছে, নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়াছাল্লাম যখনই দোওয়া করিতেন, হাত উঠাইতেন। 'ফতুয়ায়ে আজীজীয়ার' ৭৫ পৃষ্ঠায় আছে যে,—

طعامیکه ثواب ان نیاز حضرت امامین نمایند بران قل وفاتحه ودرود خواندن متبرک شود خوردن بسیار خوب است ـ

অর্থ :—যে খাদ্যের উপর হযরত ইমাম হাছেন ও হোছাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সিন্নি করে উহার উপর কোল্ ও ফাতেহা এবং দরুদ শরীফ পড়িয়া ঐ খাদ্য খাওয়াতে বহু বরকত ও মঙ্গল রহিয়াছে। ঐ কেতাবের ৪১ পৃষ্ঠায় আছে যে—

اگر مالیده وشیر برائے فاتحه بزرگے بقصد ایصال ثواب بروح ایشان پخته بخورانند جائز است ـ

অর্থ :—যদি দুধ মালিদা অর্থাৎ শির্‌ণী কোন বুজুর্গের নামে

ফাতেহা পড়িয়া ইছালে ছাওয়াবের নিয়তে পাক করিয়া খাওয়ায় তবে জায়েজ আছে। কোনও দোষ-ক্রটী নাই। বিরোধী দলের ইমাম শাহ অলিউল্লাহ্ সাহেবের তেজা হইয়াছিল। অর্থাৎ মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবসে খতম ও ফাতেহা হইয়াছিল। কাজেই উপরে উল্লিখিত শাহ্ আবদুল আজীজ সাহেব তিনির 'মাল্ফুজাত' নামক কেতাবের ৮০ পৃষ্ঠায় এই ভাবে লিখিয়াছেন যে—

روز سوم کثرت هجوم مردم آن قدر بود که از ون از حساب است
هشتاد و یک کلام الله به شمار آمده و زیاده هم شده باشد و کلمه را
حصر نیست .

অর্থ :—মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবসে লোকের এত ভীড় হইয়াছিল যে গণনার বাহিরে। ৮১ খতম কোরাণ শরীফের হইয়াছিল। গণনার পর আরও অধিক। কালেমা তাইয়েবার তো হিসাবই নাই যে কি পরিমাণ খতম হইয়াছিল। ইহাতেও মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবসে খতম পড়ার ও ইছালে ছাওয়াবের প্রমাণ হইল কিনা দেখুন।

মৌলানা কাছেম বানিয়ে মাদ্রাসা দেওবন্দ, কিতাব 'তাহ্জিরুন্নাছের' ২৪ পৃষ্ঠায় লিখেন যে—"জুনায়েদ রাহমাতুল্লাহে আলাইহের কোন এক মুরিদের চেহারার রঙ হঠাৎ পরিবর্তন হইয়া গেল। হযরত জুনায়েদ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "ইহার কারণ কি ?" মুরিদ মোকাশেফার দ্বারা উত্তর করিলেন যে, "আমার আম্মাজানকে দোজখের মধ্যে দেখিতেছি।" হযরত জুনায়েদ ১০৫০০০ এক লক্ষ পাঁচ হাজার বার কালেমা শরীফ পড়িয়া ঐ মুরিদের মা'র নামে বখ্শিয়া দিলেন। তখন দেখিতে পাইলেন যে ঐ মুরিদের রঙ্ অতি সুন্দর ও হাসি-খুশি অবস্থা। হযরত জুনায়েদ ইহার কারণ

জিজ্ঞাস করিলেন, মুরিদ বলিলেন, "এখন আমার আম্মাকে বেহেশতে দেখিতেছি।" এই এবারতের দ্বারা জানা গেল যে কালেমা শরীফ ১০৫০০০ এক লক্ষ পাঁচ হাজার বার পড়িয়া বখ্‌শিয়া দিলে মুর্‌দাদের গোনাহ্‌ মাফ হয়। উল্লিখিত এবারতের দ্বারা ফাতেহা, তেওজা ও সমস্ত রছমিয়তের প্রমাণ হইল। ফাতেহার পাঁচ আয়েত পড়িয়া হাত উঠাইয়া দোওয়া করা, মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে খত্তম ও কালেমা শরীফের খতম করা, এবং খানা পাকাইয়া নিয়াজ করা সমস্ত প্রমাণ হইয়া গেল। শুধু একটি কথা বাকী রহিল—খানা সামনে রাখিয়া হাত উঠাইয়া দোওয়া করা। ইহার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রেওয়াজ আছে। —'কাটিহারে প্রথমেই ফকীরদিগকে খাওয়াইয়া দেয় পরে ইছালে ছাওয়াব করে। ইউ, পি, ও পাঞ্জাব এবং আরব শরীফের মধ্যে খানা সামনে রাখিয়া 'ইছালে ছাওয়াব' করিয়া খাইয়া থাকে। উভয় প্রকারই জায়েজ আছে।

হাদীস শরীফের দ্বারা প্রমাণ আছে, যথা মেশকাত শরীফে বহু রেওয়ায়েত আছে যে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম খানা মুলাহেজা করিয়া 'ছাহেবে খানার' জন্য দোওয়া করিতেন। বরং আদেশ করিয়াছেন, "দাওয়াত খাইয়া মেজবানের জন্য দোওয়া করিও।" তদ্রূপ 'মেশকাত শরীফ' বার আদাবে তা'আমের মধ্যে আছে যে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম যখন খানা খাইতেন তখন বলিতেন—

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنا عنه ربنا ـ

ইহার দ্বারা জানা গেল যে খাওয়ার দুইটি ছুন্নত আছে। একটি

আল্লাহর প্রশংসা করা, অপরটি খাওয়ানেওয়ালার জন্ম দোয়াকরা। এবং ফাতেহা ও ইছালে ছাওয়াবের মধ্যে এই উভয় জিনিস রহিয়াছে।

মেশ্‌কাত শরীফ বাবুল মোজেজাত "ফছলে আউয়ালের মধ্যে আছে—তবুকের যুদ্ধে ইস্‌লামী লশ্‌করগণের খাদ্য কমিয়া গিয়াছিল, হুজুর আলাইহিচ্ছালাম সমস্ত লশ্‌করদিগকে আদেশ দিলেন যে, "তোমাদের যাহা আছে হাজির কর।" সকলেই যাহা ছিল হাজির করিলেন। দস্তরখানা বিছাইয়া দেওয়া হইলে, ইহাতে সব কিছু রাখিলেন।

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في اوعيتكم -

অর্থ :—রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম দোওয়া করিলেন এবং বলিলেন, "এখন তোমরা নিজ নিজ বর্তন লও।" —উক্ত মেশকাত শরীফের ঐ বাবে রহিয়াছে যে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াছল্লাম হযরত জয়নাবকে বিবাহ করিলেন। হযরত উম্মে ছালেমা সামান্য, খাদ্য অলিমার হিসাবে পাক করিলেন, কিন্তু বহু লোকের দাওয়াত হইয়াছিল।

فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على تلك الحيسة وتكلم بماشاء الله -

অর্থ :—ঐ খানায় হাত রাখিয়া হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াছাল্লাম কিছু পড়িলেন। উক্ত মেশকাত শরীফের ঐ অধ্যায়ের মধ্যে আছে যে হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খন্দকের যুদ্ধের দিন আলা খানা পাকাইয়া হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াছাল্লামকে দাওয়াত করিলেন। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাঁহার বাড়ীতে আসিলেন।

فاخرجت له عجوة فبصق فيه وبارك .

তখন হুজুরের সামনে গুন্দা আটা হাজির করিলেন। ইহাতে হুজুর লুবাব্ শরীফ অর্থাৎ থুক রাখিলেন এবং বরকতের দোওয়া করিলেন। এখন ফাতেহা ও ইছালে ছাওয়াবের বখুবী প্রমাণ হইয়া গেল। বিরোধী দলের ইমাম 'ফাতেহায়ে মুরাব্বাজাকে' জায়েজ বলিয়াছেন। শাহ্ আলীউল্লাহ্ সাহেব নিজ কেতাব—

الانتباه في سلاسل اولياء الله . মধ্যে লিখিয়াছেন যে—

ده مرتبه درود خوانند ختم تمام نمایند و بر قدرے شیرینی فاتحه بنام خواجگان چشت عموما بخوانند وحاجت از خدا سوال نمایند .

অর্থ :—দশবার দরূদ শরীফ পড়া এবং পূর্ণ কোরাণ খতম করা ও অল্প শির্ণীর উপর ফাতেহা পড়িয়া আল্লাহর কাছে দোওয়া করা। শাহ্ অলিউল্লাহ্ সাহেব زبدة النصائح মধ্যে ১৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন এক ছোয়ালের জওয়াবে—

وشیر برنج بنا بر فاتحه بزرگے بقصد ایصال ثواب بروح ایشان پزند و بخورند مضائقه نیست اگر فاتحه بنام بزرگے داده شود اغنیارا هم خوردن جائز است .

এবং শিন্নী কোন বুজুর্গের নামে ফাতেহার জন্য তাহার রূহে ছোওয়াব পৌঁছাইবার নিয়তে পাক করে এবং খায় ও কোন বুজুর্গের নামে ফাতেহা করে তবে মালদারগণেরও জন্যেও খাওয়া জায়েজ আছে। মৌলানা আশরাফ আলী সাহেব ও মৌলানা

রশীদ আহাম্মদ সাহেব ছয়ের পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মাক্কী সাহেবের কেতাব 'ফায়ছালা হাপ্তে মাছালার' মধ্যে লিখিয়াছেন যে—

نفس ایصال ثواب ارواح اموات میں کسی کو کلام نہیں -

'নফছে ইছালে ছাওয়াব' মৃতগণের রুহের মাগফেরাতের জন্য হইলে ইহাতে কাহারও কোন কথা নাই। ইছালে ছাওয়াবের অসংখ্য দলীল লিখা যায়, কিন্তু এই পর্যন্ত ইতি দিলাম। এখন রহিল দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েজ কি না।

ফাতেহা, তেওজা, দশম, বিশা, চল্লিশা, ছয় মাসিক ও বাৎসরিক, ১১ই, ১২ই, ১৩ই, ফলকথা যাবতীয় ইছালে ছোওয়াবের জন্যে দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েজ বরং ছুন্নত। উহা ছুন্নতে রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ও ছুন্নতে ছাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং ছুন্নতে মুতাকাদ্দেমিন ও মুতাআখ্খেরিন রাহমাতুল্লাহে আলাইহিম। ইহার প্রমাণ উপরে উল্লেখ হইয়াছে। তবে আরও কিছু শুনুন, দেখুন—কোরাণ শরীফ, ছুরায়ে কদর

انا انزلناه فی لیلة القدر

অর্থ:—আমি কোরাণ মজিদকে কদরের রাত্রে অর্থাৎ শবে কদরে অবতীর্ণ করিয়াছি। দেখুন, ৩৬৫ রাত্রের মধ্যে কেবল রমজান মাসে কদরের রাত্রিকে আল্লাহতায়ালা নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে আল্লাহতায়ালার জন্য তারিখ নির্দিষ্ট করা কি আপনি নাজায়েজ বলিতে পারেন?

আরও দেখুন, হযরত রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে বার মাসে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১২ রবিউল আউয়ালে সোমবার দিবসে দুনিয়ায় পাঠান। দেখুন বার মাসের মধ্যে কেবল

রবিউল আউয়াল, ৩৬৫ দিনের মধ্যে কেবল সোমবার দিবস নির্দিষ্ট করিয়াছে। তবে কি উহা আল্লাহর জন্ত নাজায়েজ হইয়াছে? দেখুন হযরত আদম আলাইহেছ্ছালামকে জিলহজ্জ চাঁদের ১০ তারিখে শুক্রবারে দুনিয়ায় পাঠাইয়া ছিলেন এবং ঐ ১০ তারিখে তওবা কবুল হইয়াছিল। মহরমের ১০ তারিখে নূহ আলাইহেছছালামের নৌকা ছালামতির সঙ্গে জুওদি নামক পাহাড়ে লাগিয়াছিল। ১০ তারিখে হযরত ইছমাইল আলাইহেচ্ছালাম জবেহ হইতে নাজাত পাইয়াছিলেন। ১০ তারিখে ইউনুছ আলাইহেছছালাম মাছের পেট হইতে খালাস পাইয়াছিলেন। ১০ই তারিখে হযরত ইয়াকুব আলাইহেছ্ছালাম তাঁহার ছেলের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়াছিলেন। ১০ তারিখে হযরত মুসা আলাইহেচ্ছালাম ফেরাউনের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ১০ তারিখে হযরত আইয়ুব আলাইহেছ্ছালাম বিমার হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। ১০ তারিখে হযরত ইমাম হোছাইন আলাইহেছ্ছালাম শহীদ হইয়াছিলেন। এবং ঐ ১০ তারিখেই 'ছাইয়েদুশ্‌শুহাদা' বলিয়া উপাধি পাইয়াছিলেন। তবে কি উপরে উল্লিখিত তারিখগুলি নায়েজ হইয়াছে বলিতে চান?

আচ্ছা, এখন উল্লিখিত তারিখ সমূহ হইতে কোন একটি প্রশ্ন আপনাকে করি—বলুন তো কোরাণ শরীফ কোন তারিখে নাজিল হইয়াছে? তখন নিশ্চয়ই তদুত্তরে বলিতে হইবে যে ২৭শে রমজান কদরের রাত্রে। তবে উহা কি আপনার জন্ত নাজায়েজ হইল? যদি নির্দ্দিষ্ট না থাকিত তবে কি বলিতেন? বাকীগুলি ইহার উপর বিচার করুন। আরও কিছুমাত্র শুনোন: "আপনার পিতার বিবাহ নির্দ্দিষ্ট তারিখে হইয়াছিল কি? যদি তারিখ নির্দ্দিষ্ট

করিয়া হইয়া থাকে তবে তো উহা আপনার মতে নাজায়েজ হইয়াছে। এখন আপনার জন্ম কি জায়েজ হইল ?" দেখুন— সমস্ত দুনিয়া চলিয়াছে নির্দ্দিষ্ট তারিখের উপর। যথা – সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন নির্দ্দিষ্ট তারিখে দেওয়া হয়। সকলের ধারণা থাকে যে ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখে টাকা পাইবে। আপনি কোন মাদ্রাসায় বা মক্তবে চাকুরী করেন কি? নির্দ্দিষ্ট তারিখে বেতন বিল হইয়া থাকে ?

সরকারী ইলেক্‌শান নির্দ্দিষ্ট তারিখে ও ভোট নির্দ্দিষ্ট তারিখে দেওয়া হয় এবং হজ্জ যাত্রীদের নির্দ্দিষ্ট তারিখে যাইতে হয় ও নির্দ্দিষ্ট ৯ তারিখে হজ্জ হয় এবং নির্দ্দিষ্ট শুক্রবারে জুম্মার নামাজ হয়। তবে কি উপরে উল্লিখিত নিয়মাবলীকে নাজায়েজ বলিতে চান ? আচ্ছা, যদি জায়েজ হয় তবে তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া ইছালে ছাওয়াবের মাহ্‌ফিল করা জায়েজ হইবে না কেন ? ইছালে ছাওয়াবের মাহ্‌ফিলের কি করা হয় জানেন ? —ওয়াজ-নছীহত, জিকির-আজকার, কোরণ শরীফ খতম ও কলেমা তাইয়েবার খতম করিয়া হযরত আদম আলাইহিছ্‌ছালাম হইতে আজ পর্যন্ত সমস্ত মোসলমান নর-নারীদের রূহের উপর বখ্‌শিয়া দিয়া তাহাদের জন্য নাজাত ও মুক্তি কামনা করা হয়। এবং জিন্দাগণের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল কামনা করা হয়। ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে এই কিতাবের প্রথমাংশে বহু কিছু লিখা হইয়াছে। এখন শুনুন— দিন তারিখ করা যে ছুন্নত তাহার আরও অল্প প্রমাণ ও দলীল। (মোসলেম শরীফ) হযরত রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম প্রত্যেক শনিবারে মসজিদের কুবায় ওয়াজ করিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ওয়াজের জন্য প্রত্যেক বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। লোকেরা অনুরোধ করিয়াছিল "হুজুর প্রত্যেকদিন ওয়াজ করুন।" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি প্রত্যেকদিন তোমাদিগকে কষ্ট দিতে চাইনা।" দেখুন মেশকাত, কেতাবুল এলেমের মধ্যে। বোখারী শরীফে তো তারিখ নির্দিষ্ট করার একটি অধ্যায় বাঁধিয়াছে। ইহা তো কেবল আহ্বানের জন্য করা হইয়া থাকে। কেননা নির্দিষ্ট তারিখ জানা থাকিলে লোকজন ঐ তারিখে আসিবেন। অজানা তারিখে সভা-সমিতি করা অসম্ভব। করিতেই পারিবেনা। দেখুন ভাল কাজের জন্য যদি দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করা নাজায়েজ হয় তবে দেওবন্দ্ মাদ্রাসার পরীক্ষার তারিখ নির্দিষ্ট করা এবং বন্দের জন্য রমযান মাস নির্দিষ্ট করা দস্তর-বন্দীর জন্য দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করা শিক্ষকগনের বেতনের দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা, ছুটবার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা জমাআতের জন্য সময়, ঘন্টা-মিনিট নির্দিষ্ট করা তবে কি এইগুলি নাজায়েজ হইয়াছে? বিবাহ, ওলিমা ও আকিকার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। উপরে উল্লিখিত তারিখগুলি কেয়ামত পর্যন্তই নির্দিষ্ট থাকিবে। দেখুন আকহামুল মোছলেমিন, মোছান্নেফ কুতুবুল আলম পীরে কামেল হযরত মাওলানা আবদুর রহমান সোনাকান্দুবী রাহ্‌মাতুল্লাহে আলাইহে লিখিয়াছেন যে, হযরত ইমামে আজম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহে যাহার আদর্শের উপর আমাদের ইসলামী জীবন চলিয়াছে তিনি নিজ কবর স্থানে একটি পাথরের উপর বসিয়া সাত হাজার কোরান খতম করিয়াছিলেন। এবং রমযান মাসে দিনে এক খতম, রাত্রে এক

খতম এবং সারা রমযানে এক খতম, সর্বমোট ৬১ খতম করিতেন। তিনি এশার অজু দিয়া ৪০ বৎসর ফজরের নামাজ পড়িয়াছেন। পদব্রজে ৫৫ বার হজ্জ করিয়াছেন। 'তাম্বিউল গাফেলিন' নামক কেতাব, যাহা মিছরী ছাপা, আরবী ভাষায়। উক্ত কেতাবে লিখা আছে যে—

من قال لا اله الا الله مائة الف مرة وجعل ثوابها للميت غفر الله وكان مستوجبا للعقوبة -

অর্থ :—হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, "যে কোন ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ একলক্ষ বার পাঠ করতঃ উহার ছোয়াব মৃত ব্যক্তির জন্য দান করিবেন। সে শাস্তির যোগ্য হইলেও আল্লাহ তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন।" পুরা কালেমা যথা— لا اله الا الله محمد رسول الله -

জীবনের মধ্যে ৭০ হাজার বার পাঠ করিলে বেহেশ্‌তী হইবে। আর পিতা-মাতা বা যে কোন মোসলমানের জন্য পড়িলে আল্লাহ তাহাকে মাফ করিবেন ও বেহেশতী হইবে।

عن انس انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله انا نصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعوا لهم فهل يصل ذالك اليهم فقال نعم انه يصل ويفرحون به كما يفرح احد كم بالطبق اذ اهدى اليه رواه ابو حفص العكبرى فالانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره عند اهل السنة والجماعة صلاة كان اوصوما اوحجا من انواع البر و يصل ذالك الى الميت وينفعه قال الزيلعى فى باب الحج عن الغير -

অর্থ :—হযরত আনাছ রাদিয়াল্লা তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, ছাইয়েদে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের

নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম যে আমি নিজ মৃত ব্যক্তিগণের জন্য ছদ্‌কা করিয়া থাকি। তাহাদের জন্য হজ্জ করিয়া থাকি। উহা কি তাহাদের উপর পৌঁছে ?" হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই পৌঁছে। এবং তাহারা ইহাতে খুশী হইয়া থাকে। যেমন তোমরা এক তবক চিনি পাইয়া খুশী হইয়া থাক। যখন তাহাকে হাদিয়া করা হয়।" —এই হাদীসকে আবু হাব্‌স্ আকবরী রেওয়ায়াত করিয়াছেন। এই হাদীসে প্রমাণ হইল যে মানবগণ নিজ নিজ আমলের ছোওয়াব অন্যকে দান করিতে পারে। ইহাই 'আহ্‌লেছুন্নত-ওয়াল জমাআতের' মজহাব। চাহে ঐ আমল নামাজ, রোজা, হজ্জ ছদ্‌কা কিংবা কোরাণ শরীফ তেলাওয়াত, জিকির আজকার ইহা ভিন্নও অন্যান্য সমস্ত নেক কাজের ছোয়াব মৃত ব্যক্তিগণের রুহে পৌঁছিয়া থাকে। এবং তাহাদের উপকার হয়। তায়লায়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'বাবুল হজ্জ আনিল গায়রে' এইরূপ লিখিয়াছেন—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم حيى كريم يستحى من عبده اذ ارفع يديه اليه ان يردهما صفرا رواه الترمزى و ابو داود و البيهقى و مشكوة شريف -

অর্থ :—আল্লাহর বান্দা যখন আল্লাহর সম্মুখে হাত উঠাইয়া দোওয়া করে তখন আল্লাহতায়ালা শরমেন্দা হন যে, "আমার বান্দাকে আমি খালি হাতে কেমন করিয়া ফেরৎ দিব।"

প্রশ্ন :—হুজুর, ইছালে ছাওয়াবের খাদ্য ধনী গরীব সকলের জন্য খাওয়া জায়েজ হবে ?

উত্তর :—ইছালে ছাওয়াবের জন্য যাহা খরচ করা হয় তাহা 'ছদ্‌কায়ে নাফেলা।' এবং 'ছদ্‌কায়ে নাফেলা' খাওয়া ধনী গরীব সকলের জন্যই জায়েজ আছে।

যথাঃ- 'ফতুয়ায়ে আজিজিয়ার' মধ্যে আছে—

اگر طعام و شیرینی و شیر برنج بر فاتحه بزرگی بقصد ایصال ثواب ارواح
اموات پخته بخورند مضائقه نیست -

প্রশ্ন :— হুজুর, উরছ করা কি জায়েজ আছে?

উ :—হ্যাঁ, উরছ জায়েজ আছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু গান-বাজনা, নর্ত্তন-কুর্দ্দন ও পুরুষ ও মেয়েলোক বেপর্দা হইয়া একত্রিত অবস্থায় হৈ-হল্লা করা এবং কবরকে ছেজদা করা হারাম।

প্রশ্ন :— হুজুর, জানাজার নামাজের পর দোওয়া করা জায়েজ আছে কি?

উ :— হ্যাঁ, জায়েজ আছে। মুসলমান মৃত্যুর পর তিন অবস্থায় দোওয়া করা জায়েজ আছে—(১) জানাজার নামাজের পূর্ব্বে, (২) জানাজার নামাজের পর দাফনের পূর্ব্বে এবং (৩) দাফনের পর উল্লেখিত তিনও অবস্থায় দোয়া করা ইছালে ছাওয়াব করা জায়েজ বরং ভাল। তবে মৃত ব্যক্তির গোসলের পূর্ব্বে যদি কোরআণ শরীফ পড়া হয়, তাহলে মৃত ব্যক্তিকে ঢাকিয়া নিতে হইবে। কারণ তখন নাপাক থাকে। গোসল হইলে পর সর্ব অবস্থায় কোরআণ শরীফ, দরূদ শরীফ এবং কালেমা শরীফ পাঠ করা জায়েজ আছে।

اذا صليتم على মেশকাত শরীফ مشكوة باب الجنائز فصل ثاني
الميت فاخلصوا له الدعاء

অর্থ :—যখন তোমার জানাজার নামাজ আদায় কর, তখন মৃত ব্যক্তির জন্য খালেছ দোওয়া কর।

মেশকাত শরীফে ঐ জায়গায় আছে যে,

قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب

অর্থঃ—হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম জানাজার নামাজের পর ছুরায়ে ফাতেহা পড়িয়াছেন।

প্রকাশ থাকে যে, ওয়াহাবীরা জানাজার নামাজের পর দোওয়া করা বেদাআত হারাম, শেরেক বহু কিছু বকিয়া থাকে।

বিরোধীদলের প্রশ্নঃ—জানাজার নামাজই দোওয়া; আবার দুবারা দোওয়া করা নাজায়েজ, পূর্ব্বের দোওয়াই যথেষ্ট।

উঃ —এই প্রশ্ন একেবারে অনর্থক। পাঞ্জেগানা নামজের দোওয়া, এস্তেছ্কার নামাজ, কুছুফের নামাজ, এস্তেখারার নামাজ সবই দোওয়া। কিন্তু সমস্ত নামাজের পরে দোয়া করা জায়েজ বরং ছুন্নত। হাদীস্ শরীফে আছে اكثروا الدعاء

অর্থঃ—হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন তোমরা বেশী বেশী দোওয়া কর।" দোওয়ার পর দোওয়া করাই বেশীর মধ্যে গন্য প্রকাশ থাকে যে, জনাজার নামজের পর বসিয়া কিংবা কাতার ভাঙ্গিয়া সোজালাইন না রাখিয়া দোওয়া করাই ভাল।

প্রশ্নঃ—হুজুর, মৃত ব্যক্তির দাফনের পর জানাজার লোক জনকে নির্দিষ্ট তারিখ করিয়া দাওয়াত করা জায়েজ আছে কি ?

উত্তরঃ—ফাতেহা ও ইছালে ছওয়াবের নিয়তে নির্দিষ্ট তারিখ করিয়া দাওয়াত করা জায়েজ আছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহার দলীলাদি উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কবর জিয়ারতের নিয়মাবলী :-

জুতা খুলিয়া কেবলাকে অর্থাৎ কবাশরীফকে পিছনে রাখিয়া এবং মৃতকে সম্মুখে অর্থাৎ কবরকে সম্মুখে রাখিয়া দাঁড়াইয়া জিয়ারত করিতে হয়। আলমগীরি 'কিতাবুল কেরাহাত' বাব্ জিয়ারাতুল কুবুরের মধ্যে আছে—

يخلع نعليه ثم يقف مستدبر القبلة ومستقبلا لوجه الميت

হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমরা কবরের নিকটে গমণ করিবে তখন বলিবে :—

السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر

কিংবা বলিবে—

السلام عليكم يا اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية فيه ـ

হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি পিতা-মাতার বা উভয়ের একজনের কবর জুমআর দিনে রাত্রে জিয়ারত করিবে, তাহার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

জিয়ারতের নিয়ম এই যে :—

কয়েকবার এস্তেগ্ফার, কয়েকবার ছুরায়ে ফাতেহা, ছুরায়ে তাকাছুর, ছুরায়ে এখ্লাছ ও আয়তুল্ কুর্ছি এবং ছুরায়ে কাদর পাঠ করতঃ জীবিত ও মৃত মুসলমানদের মার্জ্জনার জন্য দোওয়া করিবে।

কবরস্থ মৃতব্যক্তির তাল্কিন

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কোন আত্মীয় তাহার ছিনা বরাবর দাঁড়াইয়া নিম্নোক্ত তাল্কিন করিবে—

يا عبد الله قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لكن الجنة الحق والنار حق والبعث حق والساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من فى القبور وقل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد عليه السلام نبيا وبالقرآن اماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين اخوانا ـ

যদি মৃতবক্তি স্ত্রীলোক হয় তবে يا عبد الله স্থলে يا امة الله বলিবে।

—: সমাপ্ত :—